রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ১২, ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
উন্নয়ন-২ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৫ ডিসেম্বর ২০১৭/২১ অগ্রহায়ণ ১৪২৪

নং ২৮.০০.০০০০.০১৬.৯৯.০০৭.১৬-১০৬১—"বায়ো-ইথানল প্ল্যান্ট স্থাপন এবং পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৭" প্রজ্ঞাপনটি এতদ্সঙ্গে প্রকাশ করা হলো :

বায়ো-ইথানল প্ল্যান্ট স্থাপন এবং পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০১৭

জীবাশ্ম জ্বালানি দহনের ফলে সৃষ্ট দূষণ হ্রাসের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশ ও সংস্থা পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি ব্যবহারে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির ফলে দেশে বিকাশমান শিল্পখাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জ্বালানি সহায়ক পণ্য হিসাবে ইথানল উৎপাদন ও বায়ো-ইথানল প্ল্যান্ট স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে। এই জাতীয় প্ল্যান্টের কাঁচামাল হিসাবে বায়োমাস (Biomass) ব্যবহার করা হয়। ফার্মেন্টেশন (Fermentation) পদ্ধতিতে উদ্ভূত বায়ো-ইথানল পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি হিসাবে বিশ্বব্যাপী বিবেচিত হইতেছে।

সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ, প্রচলিত জ্বালানির সাশ্রয়ী ব্যবহার ও কার্বন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রণে পেট্রোল ও অকটেনের সাথে ৫% বা সরকার নির্ধারিত গ্রহণযোগ্য মাত্রার বায়ো-ইথানল মিশ্রণ করিয়া যানবাহনে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। তাই বায়ো-ইথানল উৎপাদন, প্ল্যান্ট স্থাপন ও ব্যবহারের বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রয়োজন। জ্বালানি তেল ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্য আমদানি, মজুদ, সংরক্ষণসহ যে কোনো ধরনের কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করার বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে।

তাই বায়ো-ইথানল প্ল্যান্ট স্থাপন, পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও উৎপাদিত পণ্য বিপণন সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হইল :—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই নীতিমালা "বায়ো-ইথানল প্ল্যান্ট স্থাপন এবং পরিচালনা নীতিমালা, ২০১৭" নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয়ে বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(ক) "বায়ো-ইথানল প্ল্যান্ট" অর্থ যে কারখানা বা স্থাপনায় অনুচ্ছেদের ২(ঘ) ধারায় বর্ণিত কাঁচামাল ব্যবহার করিয়া জ্বালানি অথবা জ্বালানি সহায়ক বায়ো-ইথানল উৎপন্ন করা হয়।

(খ) "বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)" অর্থ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ৮নং আইন)-এর ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন।

(গ) "বায়ো-ইথানল প্ল্যান্ট" অর্থ জৈব কাঁচামাল ব্যবহার করিয়া ফার্মেন্টেশন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন এক প্রকার নির্ধারিত মানের রাসায়নিক দ্রব্য যা জ্বালানি ও জ্বালানি সহায়ক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

(ঘ) "কাঁচামাল" অর্থ বায়ো-ইথানল উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত বায়োমাস যেমন : আমদানিকৃত ভুট্টার দানা (Maize Grain), ঝোলাগুড়া (molasses), পুরানো নরম কাগজ (যেমনঃ পুরানো নিউজ পেপার), তুষ, ভুট্টার গাছ, আখের ছোবড়া, সুতা তৈরির কারখানার বাতিল সুতা ও তুলা, ধানের খড়, গাছের বাঁকল, মিউনিসিপ্যাল বর্জ্য (বিভিন্ন সবজির পরিত্যক্ত অংশ), কচুরীপানা, বিট, জলজ ও বনজ নরম উদ্ভিদ, সুইস গ্রাস (Switch Grass)। উল্লিখিত দ্রব্যাদি বাদে অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(ঙ) "চালের খুদ (Broken Rice)" অর্থ ধান হইতে চাল প্রক্রিয়াজাতকরণের সময় চালের যে ভাঙ্গা অংশ তৈরি হয়।

(চ) "ঝোলাগুড় (Molasses)" অর্থ চিনি শিল্পের বাইপ্রোডাক্ট যাহা বায়োফুয়েল তৈরিতে ও পশুখাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

(ছ) "ফার্মেন্টেশন (Fermentation)" অর্থ অণুজীবের উপস্থিতিতে বায়োমাস হইতে বায়োইথানল উৎপাদনের প্রক্রিয়া।

(জ) "ডিনেচার্ড (Denatured)" অর্থ টক্সিক (Toxic) বা দুর্গন্ধযুক্ত (Foul smelling) দ্রব্যাদি মিশ্রণ করিয়া পানের অযোগ্য করা।

৩। **বায়ো-ইথানল প্ল্যান্ট স্থাপন।—**

(ক) বায়ো-ইথানল প্ল্যান্ট স্থাপনের প্রাথমিক অনুমোদন :

(১) কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বায়ো-ইথানল প্ল্যান্ট স্থাপন করার ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) এই নীতিমালায় উল্লিখিত কোনো শর্ত বা সরকারের আইন ও বিধি ভঙ্গের জন্য সরকার বায়ো-ইথানল প্ল্যান্ট এর অনুমোদন বাতিল করিতে পারিবে।

(৩) সরকার বায়ো-ইথানল প্ল্যান্ট অনুমোদন ও এতদ্‌সংক্রান্ত সেবা প্রদানের জন্য ফি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(খ) **বায়ো-ইথানল প্ল্যান্ট স্থাপনের প্রাথমিক অনুমোদনের শর্তাবলী :**

(১) বেসরকারিভাবে বায়ো-ইথানল প্ল্যান্ট স্থাপনে কাঁচামাল ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকারি নীতিমালা এবং প্রযোজ্য অন্যান্য বিধি-বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) বায়ো-ইথানল প্ল্যান্ট স্থাপনে ভুট্টার দানা ব্যতীত অন্যান্য কাঁচামাল স্থানীয়ভাবে সংগ্রহ করিতে হইবে। ভুট্টার দানা বিধি মোতাবেক বিদেশ হইতে আমদানি করা যাইবে। স্থানীয়ভাবে কাঁচামাল সংগ্রহে সমস্যা হইলে তাহা বিদেশ হইতে বিধি মোতাবেক পদ্ধতিতে আমদানি করা যাইবে। নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কাঁচামাল হইতে বায়ো-ইথানল উৎপাদন করিয়া বিপিসি'র মনোনীত প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় করিতে হইবে। বিপিসি উক্ত বায়ো-ইথানল বা পণ্য গ্রহণ করিতে না পারিলে তাহা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে নিজ উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় রপ্তানি করিতে হইবে। পেট্রোল ও অকটেনের সাথে ৫% বা সরকার নির্ধারিত গ্রহণযোগ্য মাত্রার বায়ো-ইথানল মিশ্রণ করার জন্য বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) বা ইহার মনোনীত প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় অথবা সরবরাহ করিতে হইবে। বিপিসি'র চাহিদা না থাকিলে বায়ো-ইথানল নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় অথবা নিজস্ব উদ্যোগে রপ্তানি করিতে পারিবে।

(৩) বায়ো-ইথানল প্ল্যান্ট আবাসিক, জনবহুল এলাকা অথবা সরকার নিয়ন্ত্রিত বনভূমিতে স্থাপন করা যাইবে না।

(৪) বায়ো-ইথানল প্ল্যান্ট স্থাপনে আন্তর্জাতিক কোড অব প্র্যাক্‌টিস, স্ট্যান্ডার্ড এবং দেশে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করিতে হইবে।

(৫) স্থাপিত বা স্থাপিতব্য প্ল্যান্টে স্বীকৃত মানসম্মত কাঁচামাল ব্যবহার করিতে হইবে।

(৬) সরকার প্রদত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে স্থাপিতব্য প্ল্যান্টে উৎপাদিতব্য পণ্যের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(৭) কাঁচামাল স্থানীয়ভাবে সংগ্রহপূর্বক আন্তর্জাতিক কোড অব প্র্যাক্টিস এবং স্ট্যান্ডার্ড অনুসরণে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদিত Yield pattern অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করিতে হইবে।

(৮) প্ল্যান্ট স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি), পরিবেশ অধিদপ্তর, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), বিএসটিআইসহ সরকারের বিধিবদ্ধ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর হইতে প্রয়োজনীয় অনুমোদন/অনুমতি/ছাড়পত্র/অনাপত্তিপত্র/লাইসেন্স গ্রহণের পর উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠানকে স্থাপিত বায়ো-ইথানল প্ল্যান্টের কার্যক্রম/অপারেশন পরিচালনার জন্য সরকার অনুমোদন প্রদান করিবে।

(৯) বর্তমানে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা এবং প্ল্যান্ট স্থাপনের পর প্রণীতব্য আইন, বিধি ও নীতিমালা এবং পদ্ধতি সকল বায়ো-ইথানল প্ল্যান্টের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(১০) প্রাথমিক অনুমতিপত্র প্রাপ্তির ১৮ (আঠার) মাসের মধ্যে আবেদনকারী অথবা প্রতিষ্ঠানকে সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরসমূহ হইতে প্রয়োজনীয় অনুমোদন অথবা অনুমতি অথবা ছাড়পত্র অথবা অনাপত্তিপত্র অথবা লাইসেন্স সংগ্রহপূর্বক প্ল্যান্ট স্থাপনের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করিতে হইবে। প্ল্যান্ট স্থাপনের পরবর্তী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য আবেদন করিতে হইবে।

(১১) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সেইফ্‌টি কোড অব প্র্যাক্টিস্‌ অনুসারে প্ল্যান্ট পরিচালনা করিতে হইবে।

(১২) Effluent Treatment Plant (ETP) সংযোজন করিতে হইবে।

(১৩) বায়ো-ফুয়েল্‌স প্ল্যান্ট স্থাপনকারী কর্তৃক সুইস গ্রাসসহ নরম কাঠ (যাহা ইথানল উৎপাদনে ব্যবহার করা যায়) উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(গ) **বায়ো-ইথানল প্ল্যান্ট স্থাপনের প্রাথমিক আবেদন প্রক্রিয়া :**

আবেদনকারী অথবা প্রতিষ্ঠান উপরি উল্লিখিত শর্তাবলীসমূহ অনুসরণপূর্বক নিম্নলিখিত কাগজপত্রাদিসহ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে আবেদন দাখিল করিবে :

(১) আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ (Financial and Economic Analysis) সংবলিত স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রকল্প প্রস্তাব (Project Proposal);

(২) প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য প্রস্তাবিত জমির সঠিক পরিমাণ, জমির মালিকানা সংক্রান্ত স্বত্বলিপি (Record of Rights) অথবা দলিল অথবা দীর্ঘ-মেয়াদি চুক্তি (Leases Agreement) অথবা নিবন্ধিত বায়নাপত্র ইত্যাদি;

(৩) প্রকল্পের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা, লে-আউট প্লান, Conceptual Process Flow Diagram, Piping and Instrumentation Diagram, Yield Pattern, কলাম, হিটার এবং ফায়ার সেফটি প্ল্যান (Fire safety plan) এর জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে দাখিলকৃত আবেদন;

(৪) বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত প্ল্যান্টের অনুমোদিত লে-আউট ও নকশা;

(৫) সরকার অনুমোদিত কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে অর্থায়নের বিষয়ে নিশ্চয়তাপত্র (Financial Commitment letter for Investment) দাখিল করিতে হইবে বা নিজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তফসিলভুক্ত ব্যাংক হইতে প্রকল্পে বিনিয়োগের অর্থ রক্ষিত আছে মর্মে আর্থিক সক্ষমতার প্রত্যয়নপত্র দাখিল করিতে হইবে;

(৬) প্রস্তাবিত প্ল্যান্ট এর উপর একটি ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি রিপোর্ট;

(৭) প্রতিষ্ঠান অথবা উদ্যোক্তার হালনাগাদ আয়কর সনদ এবং অব্যবহিত পূর্ববর্তী বছরের আয়কর পরিশোধের প্রত্যয়নপত্র (পরিশোধকৃত অর্থের পরিমাণ উল্লেখসহ);

(৮) ব্যক্তি আবেদনকারীর ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র, প্রাতিষ্ঠানিক আবেদনকারীর ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট অব ইন্‌কর্পোরেশন এবং মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিক্যাল্‌স অব এসোসিয়েশন;

(৯) আবেদনকারীর (প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারীর) সত্যায়িত ২(দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি;

(১০) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি পরিশোধের ট্রেজারী চালান অথবা ব্যাংক ড্রাফট অথবা পে-অর্ডার;

(১১) সরকার বা দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন মনে করিলে সংশ্লিষ্ট অন্য যেকোনো কাগজপত্রাদি।

(ঘ) অনুচ্ছেদ (খ) এ বর্ণিত শর্তাবলী অনুসরণপূর্বক অনুচ্ছেদ (গ) এ বর্ণিত কাগজপত্রাদিসহ আবেদন প্রাপ্তির পর বিপিসি আবেদনের বিষয়ে সরেজমিন যাচাইপূর্বক একটি প্রতিবেদন ২(দুই) মাসের মধ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে দাখিল করিবে। উক্ত প্রতিবেদন বিশ্লেষণপূর্বক জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ আবেদনকারীর অনুকূলে প্রাথমিক অনুমতি প্রদান করিবে অথবা গ্রহণযোগ্য না হইলে আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানকে অবহিত করিবে।

(ঙ) বায়ো-ইথানল প্ল্যান্ট স্থাপন এবং পরিচালনার জন্য প্রাথমিক অনুমোদনের প্রয়োজনীয় আবশ্যিক বিষয়াদি সম্পন্নপূর্বক উৎপাদনে যাওয়ার পূর্বে চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। **বায়ো-ইথানল প্ল্যান্ট স্থাপনের চূড়ান্ত অনুমোদন পদ্ধতি।—**

(ক) **চূড়ান্ত অনুমতি প্রাপ্তির জন্য আবেদন প্রক্রিয়া :**

চূড়ান্ত অনুমতি প্রাপ্তির জন্য আবেদনকারী ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানকে নিজস্ব লেটার-হেড-প্যাডে প্ল্যান্টের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা, কাঁচামালের উৎস ও বিবরণ এবং উৎপাদিতব্য পণ্যের বিবরণ, বাজারজাতকরণ ব্যবস্থা ও আনুপাতিক হারসহ পরিমাণ, পরিবহন ব্যবস্থা, বিনিয়োগ, আয় ও ব্যয় ইত্যাদি উল্লেখসহ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(খ) **চূড়ান্ত অনুমতি প্রাপ্তির জন্য আবেদনপত্রের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদি দাখিল করিতে হইবে :**

(১) প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জমির মালিকানা সংক্রান্ত চূড়ান্ত চুক্তিনামা বা দলিলপত্র, জমির মালিকানা সংক্রান্ত সত্ত্বলিপি (ROR);

(২) প্রকল্পের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা, লে-আউট প্লান, Conceptual Process Flow Diagram, Piping and Instrumentation Diagram, Yield Pattern, কলাম, হিটার এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অগ্নি নিরাপত্তা সংক্রান্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন;

(৩) প্রস্তাবিত প্ল্যান্ট এর সাইট নক্শা ও লে-আউট নক্শা বিস্ফোরক পরিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে;

(৪) প্ল্যান্ট স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে বিপিসি, পরিবেশ অধিদপ্তর, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, বিএসটিআই, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বোর্ডের অনুমতিসহ সরকারের বিধিবদ্ধ এতদ্‌সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় অথবা বিভাগ অথবা দপ্তর অথবা অধিদপ্তর অথবা প্রতিষ্ঠান হইতে প্রয়োজনীয় অনুমতি অথবা অনুমোদন অথবা লাইসেন্স অথবা ছাড়পত্র অথবা অনাপত্তিপত্র;

(৫) কারিগরি জনবলের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি।

(গ) **চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী প্রযোজ্য হইবে :**

(১) প্ল্যান্টে উৎপাদিত পণ্য ও কাঁচামাল পরীক্ষণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি সম্বলিত পরীক্ষাগার থাকিতে হইবে;

(২) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিপিসি, বুয়েট, বিএসটিআই, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অনুমোদনক্রমে অন্যান্য কর্তৃপক্ষ উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান পরীক্ষা করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবে;

(৩) আন্তর্জাতিক কোড্, স্ট্যান্ডার্ড ও গ্যাসাধার বিধিমালা, ১৯৯৫ এবং পেট্রোলিয়াম বিধিমালা, ১৯৩৭ অনুসরণ করিয়া প্রেসার ভেসেল, প্রসেস কলামসহ অন্যান্য সকল যন্ত্রপাতি ও আনুষঙ্গিক সুবিধাদি আমদানি অথবা প্রস্তুত, স্থাপন ও পরিচালনা করিতে হইবে;

(৪) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিপিসি, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষ যেকোনো সময় প্ল্যান্ট পরিদর্শনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবে এবং পরিদর্শনকালে চাহিদা অনুযায়ী তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করিতে প্ল্যান্ট কর্তৃপক্ষ বাধ্য থাকিবে;

(৫) প্রাথমিক অনুমতিপত্রের শর্তাদি প্রতিপালন সাপেক্ষে প্ল্যান্ট স্থাপন, পরিচালনা, বিনিয়োগ এবং কাঁচামাল গ্রহণ ও উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য প্রযোজ্য সকল বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করিতে হইবে;

(৬) ইথানল উৎপাদন ও বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বিপিসি'র সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে।

(ঘ) আবেদনকারী অথবা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুচ্ছেদ ৩ এর (খ)-এ বর্ণিত কাগজপত্রাদি দাখিলের পর অনুচ্ছেদ ৩ এর (গ)-এ বর্ণিত শর্তাবলী প্রতিপালনের বিষয়াদি বিপিসি কর্তৃক সরেজমিন যাচাইপূর্বক সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর অথবা প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রয়োজনীয় শর্ত সাপেক্ষে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ বায়ো-ইথানল প্ল্যান্ট স্থাপন এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের চূড়ান্ত অনুমতি প্রদান করিবে।

৫। **গুণগত মান ও অপানযোগ্যকরণ।—**

(ক) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে নির্ধারিত মান অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করিতে হইবে।

(খ) বায়ো-ইথানল যাহাতে পানযোগ্য পণ্য হিসাবে ব্যবহার করা না যায় সে ক্ষেত্রে নির্ধারিত হারে আন্তার্জাতিকভাবে স্বীকৃত ডিনেচার্ড (Denatured) বা দুর্গন্ধযুক্ত (Foul smelling) দ্রব্যাদি মিশ্রণ করিয়া পানের অযোগ্য করিতে হইবে। পণ্য মজুদ ও পরিবহণের সময় আধারের গায়ে বিষ/টক্সিক (Toxic) চিহ্ন বা লেখা দৃশ্যমান থাকিতে হইবে।

(গ) উৎপাদিত বায়ো-ইথানল পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক মান নিয়ন্ত্রণ সনদপত্র প্রদান করিলেই তাহা বিপিসিতে প্রেরণ করা যাইবে।

৬। **বায়ো-ইথানল মিশ্রণ পর্যায়।—**

উৎপদানকারী প্রতিষ্ঠান নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বায়ো-ইথানল বিপিসি'র নির্ধারিত স্থান/ডিপোতে সরবরাহ করিবে। বিপিসি'র মনোনীত প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্ধারিত হারে বায়ো-ইথানল পেট্রোল ও অকটেন এর সহিত মিশ্রণ করিবে। এ ক্ষেত্রে বিপিসি ও ইহার মনোনীত প্রতিষ্ঠানসমূহ ইন্ডাস্ট্রি প্র্যাকটিস এবং পণ্যের গুণগত মান অনুযায়ী পেট্রোল ও অকটেন এর সহিত বায়ো-ইথানল মিশ্রণ করিবার ব্যবস্থা করিবে।

৭। **জরিমানা ও অনুমতি বাতিলকরণ।—**

সরকারি বিধি-বিধান অনুযায়ী প্ল্যান্ট পরিচালনা এবং পণ্যের গুণগত মানের ক্ষেত্রে অসদুপায় অবলম্বন করিলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে প্রথম দফায় সতর্কীকরণসহ ১০.০০ (দশ) লক্ষ টাকা জরিমানা, দ্বিতীয় দফায় ৩০.০০ (ত্রিশ) হইতে ৫০.০০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা জরিমানা করা হইবে। তৃতীয় দফায় মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৮। **বায়ো-ইথানল প্ল্যান্ট এর জন্য প্রদত্ত অনুমতি নিম্নোক্ত কারণে বাতিল করা যাইবে :**

(ক) উৎপাদিত পণ্য সরকারি নির্দেশনা বা অনুমতির বাহিরে বিক্রয় করিলে;

(খ) প্ল্যান্ট পরিচালনায় আন্তর্জাতিক কোড্ ও স্ট্যান্ডার্ড এবং দেশে প্রচলিত বিধি-বিধান অনুসরণ না করিলে;

(গ) উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণে ব্যর্থ হইলে; এবং

(ঘ) নীতিমালায় বর্ণিত অন্যান্য শর্ত ভঙ্গ করিলে।

৯। **প্রণোদনা।—**

বায়ো-ইথানল একটি পরিবেশ সম্মত জ্বালানি হিসাবে সরকারের এ সম্পর্কিত বিধানের আওতায় এ কার্যক্রমে প্রণোদনা প্রদান করিতে পারিবে।

১০। **পরিদর্শন।—**জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিপিসি, বিস্ফোরক পরিদপ্তর, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স, পরিবেশ অধিদপ্তর একত্রে বা পৃথকভাবে যেকোনো সময় বায়ো-ইথানল প্ল্যান্ট পরিদর্শনের ক্ষমতা সংরক্ষণ করিবে। পরিদর্শনকালে প্ল্যান্ট স্থাপনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিদর্শনকারী কর্মকর্তা অথবা দলের চাহিদা অনুযায়ী তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করিবে।

১১। **অসুবিধা দূরীকরণ।—**এই নীতিমালার কোন বিষয়ের অস্পষ্টতার কারণে উহা কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা দেখা দিলে, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এই নীতিমালার অন্যান্য বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, সরকারি আদেশ দ্বারা, উক্ত বিধানের স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

১২। **পরিবর্তন ও পরিবর্ধন।—**এই নীতিমালা প্রয়োজনে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও পরিমার্জন করা যাইবে।

১৩। এই নীতিমালা স্থাপিত ও স্থাপিতব্য বায়ো-ইথানল প্ল্যান্ট এর জন্য প্রযোজ্য হইবে।

নাজিমউদ্দিন চৌধুরী
সচিব।

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd